পররাষ্ট্র মন্ত্রী
FOREIGN MINISTER

GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
DHAKA

বাণী

স্বাধীনতার পর এই প্রথমবারের মত বিদেশে অবস্থিত প্রবাসীদের স্বদেশের উন্নয়নের মহাসড়কে সম্পৃক্ত করার জন্য ও তাদের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার অঙ্গীকারকে সামনে রেখে 'প্রবাসী দিবস ২০২৩' উদযাপন করা হচ্ছে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রবাসীদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পালিত এ দিবসটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। দিবসটি উপলক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত সকল কর্মসূচি সমূহের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি। বাংলাদেশের পাশাপাশি বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে স্থানীয় প্রবাসীদের সমন্বয়ে ও সহযোগিতায় যথাযোগ্য মর্যাদায় এ দিবসটি পালন করা হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদৃঢ় নেতৃত্বে বর্তমান সরকার প্রবাসীদের উন্নয়ন এবং প্রবাসী বাংলাদেশীদের স্বার্থ, নিরাপত্তা এবং অধিকার সুরক্ষায় আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রবাসী বাংলাদেশিদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে একযোগে কাজ করে চলেছে।

প্রতিদিন ঢাকাস্থ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ বিদেশস্থ সকল দূতাবাসে বাংলাদেশের বিদেশ গমনেচ্ছুক বা বিদেশে অবস্থানরত বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষ ও ছাত্রছাত্রীগণ বিভিন্ন রকম সেবা নিতে আসেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সেবা অনলাইনভিত্তিক করেছে এবং সকল সেবাসমূহ দ্রুততর ও অনলাইনভিত্তিক করার জন্য Smart Consular Counter চালুকরেছে।

বিদেশে প্রবাসীরা কোন বিপদের সম্মুখীন হলে বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসগুলো অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিভিন্ন সেবা প্রাপ্তির জন্য প্রতিটি বাংলাদেশ দূতাবাসে প্রবাসীদের প্রত্যাবাসন, পাসপোর্ট ও ট্রাভেল পারমিট প্রদান, বিভিন্ন ডকুমেন্টস সত্যায়ন, প্রবাসীদের পক্ষে মামলা পরিচালনা, বিদেশে বাংলাদেশ স্কুলসমূহ পরিচালনা, দ্বৈত নাগরিকত্ব ও নাগরিকত্ব পরিত্যাগ, অনিয়মিত বাংলাদেশীদের নিয়মিত করার ব্যপারে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা, ২৪ ঘণ্টা হট-লাইন সেবা, নারীকর্মীদের জন্য সেইফ হোম, বিভিন্ন মতবিনিময় সভাএবং দূতাবাস অ্যাপসের মাধ্যমে কনস্যুলার সেবা চালুসহ নানাবিধ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া প্রবাসী সম্পর্কিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক ফোরামসমূহে বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে প্রবাসীদের স্বার্থ এবং অধিকার রক্ষায় দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করছে।

প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স দেশের বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল শক্তিশালী করার পাশাপাশি দেশের উন্নয়নে সার্বিক অবদান রাখছে। আমি অনুরোধ করবো প্রবাসীগণ তাদের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা বৈধ উপায়ে দেশে প্রেরণ করবেন, অবৈধ উপায় পরিহার করবেন। প্রবাসীদের কর্ম সুরক্ষা ও উন্নয়নে সকল সহযোগী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ইতিবাচক ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। একটি বৃহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ সরকার 'প্রবাসী দিবস ২০২৩' পালন করতে যাচ্ছে। এ দিবসে জনশক্তি রপ্তানি ও প্রসারণের পাশাপশি বিদেশে বসবাসরত সকল পেশাজীবীদের অবদানকে বিশেষভাবে সম্মানিত করার মাধ্যমে তাদেরকে বাংলাদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগকে উৎসাহিত করবে। প্রবাসে বিভিন্ন প্রথিতযশা প্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশী বিজ্ঞানী, ব্যবস্থাপক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক, চিকিৎসক ও প্রকৌশলী কর্মরত রয়েছেন। অনেক প্রবাসী ব্যবসায়ী তাদের ব্যবসার মাধ্যমে বিদেশের মাটিতে সুনাম অর্জন করেছেন। তারা বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী। এসকল পেশাজীবীদের অভিজ্ঞতাও জ্ঞানের বদৌলতে বাংলাদেশে Transfer of Technology হচ্ছে। তাই দেশপ্রেমিক স্বনামধন্য প্রবাসীকে সম্মানিত করে বাংলাদেশ সরকার তাদেরকে মাতৃভূমির বিভিন্ন অর্থনৈতিক সেক্টরে কাজে লাগিয়ে সোনার বাংলা গড়ার মিছিলে অর্ন্তভূক্ত করতে চায়।

আমি 'জাতীয় প্রবাসী দিবস ২০২৩' উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি। প্রবাসীদেরকে বাংলাদেশের উন্নয়নের মহাসড়কে সম্পৃক্ত করার জন্য তাদের জমি-জমা, বাড়ী-ঘর যাতে বেহাত না হয় সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রবাসীদের সব ধরনের হয়রানি যাতে বন্ধ হয় সেজন্য সবাইকে আন্তরিকভাবে মনোযোগী হওয়া এবং গুনগত সেবা দানে তৎপর হওয়ার জন্য আহবান জানাচ্ছি। 'জাতীয় প্রবাসী দিবস ২০২৩' উপলক্ষ্যে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের সকল প্রবাসী ও তাদের পরিবারের সদস্যবৃন্দকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(ড. এ কে আবদুল মোমেন-এমপি)